مُجَرَّبَاتِ لَطِيْفِيَّة

"মুযাররেবাতে লতিফীয়া"

(তা'বীজের কিতাব)

বাংলা অনুবাদ

মূল লিখক

মুর্শিদে বরহক আলহাজ্জ আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (রহঃ)

মীরসরাই, চট্টগ্রাম

প্রকাশনা সহযোগিতায়

পীরজাদা হাফেজ আল্লামা মোঃ মেছবাহুল ইসলাম লতিফী

মীরসরাই, চট্টগ্রাম

প্রকাশনায়

আনজুমানে ইখওয়ানুল মুমিনীন

রহিমানগর, কচুয়া, চাঁদপুর

প্রকাশনায় ঃ
আনজুমানে ইখওয়ানুল মুমিনীন
রহিমানগর, কচুয়া, চাঁদপুর

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী– ২০০৬ ইং

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

কম্পোজ ঃ
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
(পাঠকবন্ধু মার্কেট)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

আরজ

আল হামদুলিল্লাহ! অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে, উপমহাদেশের অন্যতম আলেম বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরতুল আল্লাম আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ আবদুল লতিফ (রাঃ) রচিত মোজাররেবাতে লতিফিয়া বাংলা অনুবাদসহ আল্লাহর কৃপায় প্রকাশ করতে পেরেছি। এছাড়া ইতিপূর্বে ওযায়েফে লতিফিয়ার ১ম ও ২য় খণ্ড অনুবাদসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বইগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। এ ব্যাপারে লতিফিয়া ছিলছিলার মুরীদ, হিতাকাংখী ও সংশ্লিষ্ট সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

–নিবেদক
পীরজাদা মোঃ মেছবাহুল ইসলাম লতিফী
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
আনজুমানে ইখওয়ানুল মু'মিনীন

بِسْمِلَةً وَحَمْدَلَةً وَتَصْلِيَةً

أَمَّا بَعْدُ : ফক্বীর আবদুল লতিফ মীরসরাই ইসলামাবাদী সকল মানবজাতির উপকারার্থে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু তাবীজ এবং পরীক্ষিত নুসখাগুলো এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতঃ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এই লিখিত জিনিসগুলো অনুযায়ী আমল করে দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকার লাভে ধন্য হইবে এবং নিজের ও অন্যের অবস্থা সংশোধন করিবেন–

نَفَعَنَا اللّٰهُ وَإِيَّاهُمْ وَبَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ۔

–মূল লিখক

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	জ্বিন-ভূতের অনিষ্টতা থেকে হেফাজতের জন্য	৯
	বাড়ি-ঘরকে চোর থেকে হেফাজতের জন্য	৯
	বাড়ি-ঘরকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য	৯
	গ্রাম ও বাড়ি বন্ধ করার তাবীজ	১৩
০২	শরীর বন্ধ ও হেফাজতের জন্য	১৪
০৩	বদনজর বা কুদৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য	১৫
০৪	মাথা ব্যথা উপশমের জন্য	১৫
০৫	অবাধ্য পশুকে বশে আনার জন্য	১৬
০৬	স্বপ্ন দোষ বন্ধ হওয়ার জন্য	১৬
০৭	শিশুদের বিছানায় পেসাব বন্ধের জন্য	১৬
০৮	পোঁড়া ও পোঁড়াজাত নিরাময়ের জন্য	১৭
০৯	দেও ভূতের আছর বা প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	১৭
১০	মায়ের স্তনে দুধ বৃদ্ধি হওযার জন্য	১৮
১১	হায়েজ-নেফাছের রক্ত অতিমাত্রায় বের হতে থাকলে তা বন্ধের জন্য	১৮
১২	স্থায়ী জ্বর উপশম হওয়ার জন্য তদবির	১৯
১৩	রাতকানা (যে রাতে চোখে দেখে না) রোগের নিরাময়ের জন্য	২০
১৪	মৃগী রোগ ভাল হওয়ার জন্য	২০
১৫	চোর চেনার তদবীর	২১
১৬	ইহাও চোর চেনার তদবীর	২১
১৭	ঘরকে চুরি থেকে হেফাজতের জন্য	২১
১৮	এস্তেখারা করার জন্য	২২
১৯	বিজয় লাভের তদীবর	২২
২০	নিরুদ্দেশ বা পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসার তদবীর	২৩
২১	ইহাও নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার জন্য	২৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২২	বিরানা অনাবাদী ঘরে বরকতের জন্য	২৪
২৩	পুরাতন জ্বর নিরাময়ের জন্য	২৪
২৪	আদালতে মুকাদ্দমায় হাকিম বা বিচারকের সুদৃষ্টির লাভের জন্য	২৫
২৫	চোখের জ্যোতি বাড়ানোর জন্য	২৬
২৬	যাদু-টোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	২৭
২৭	জ্বিন ভূতের আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য	২৭
২৮	বড় ধরনের বালামছিবত থেকে মুক্তির জন্য	২৮
২৯	পেটের অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	২৮
৩০	জেনা ও ব্যভিচার থেকে নিবৃত রাখার জন্য	২৯
৩১	কঠিন বালা মছিবত থেকে মুক্তির জন্য	৩০
৩২	শত্রুর যাদু টোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য	৩১
৩৩	দোকানের ক্রয়-বিক্রয় বেশি হওয়ার জন্য	৩১
৩৪	সৃষ্টিকুলের মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য	৩২
৩৫	জ্বিন-ভূতের আছর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	৩২
৩৬	হযরত খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভের জন্য	৩৩
৩৭	ফেরেশতাদেরকে অনুগত করার জন্য	৩৪
৩৮	জ্বিন, মানুষ দেওপরী অনুগত হওয়ার জন্য	৩৪
৩৯	গায়েবী সম্পদ জানার জন্য	৩৪
৪০	গায়েবী সম্পদ পাওয়ার জন্য	৩৪
৪১	রিজিক বৃদ্ধির জন্য	৩৫
৪২	দিকভ্রম (দিকহারা) ব্যক্তির সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য	৩৫
৪৩	রাসূলে পাক (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখার তদবীর	৩৬
৪৪	দুর্ভিক্ষ ও অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য	৩৬
৪৫	পাগলা কুকুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	৩৮
৪৬	কুকুরের উপদ্রব আক্রমণ ও কামড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	৩৯
৪৭	যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য	৩৯

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৮	প্লীহা রোগের নিরাময়ের জন্য (১)	৩৯
৪৯	প্লীহা রোগ নিরাময়ের জন্য (২)	৪০
৫০	প্লীহা ও পুরাতন জ্বর নিরাময়ের জন্য	৪০
৫১	প্লীহা ও জ্বর নিরাময়ের জন্য	৪১
৫২	জটিল মামলা মোকাদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য	৪১
৫৩	শিশুদের কান্না বন্ধের জন্য	৪২
৫৪	পেটের ব্যাথা নাভীর ব্যাথা ও সাপ বিচ্ছুর বিষক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য	৪২
৫৫	ইহাও সাপ-বিচ্ছুর বিষক্রিয়া হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য	৪৩
৫৬	ইহাও সাপ ও বিচ্ছু দংশনকারী ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য	৪৩
৫৭	নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য	৪৪
৫৮	চুরিকৃত মালামাল পাওয়ার জন্য	৪৫
৫৯	ইহাও চোরাইকৃত মাল ফিরে পাওয়ার জন্য	৪৫
৬০	ঘরবাড়ি চুরি না হওয়ার তদবীর	৪৬
৬১	নানা বিপদ আপদ থেকে ঘরবাড়ি হেফাজতের জন্য	৪৬
৬২	অধিক স্বপ্ন দেখা থেকে মুক্তির জন্য	৪৭
৬৩	মৃগী রোগ ভাল হওয়ার জন্য	৪৭
৬৪	গর্ভ খালাশ হওয়ার জন্য	৪৮
৬৫	ইহাও গর্ভ খালাশের জন্য	৪৮
৬৬	ইহাও গর্ভ খালাশের তদবীর	৪৯
৬৭	সত্ত্বর সন্তান প্রসবের জন্য	৪৯
৬৮	কুমারী মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার জন্য	৫০
৬৯	গৃহপালিত পশু আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য	৫০
৭০	কোন প্রয়োজনকালে সফলতা অর্জনের জন্য	৫০
৭১	পাগল বা উন্মাদ আরোগ্যলাভের জন্য	৫১
৭২	পাগল বা উন্মাদ ভাল করার জন্য	৫৩
৭৩	চাকুরী পাওয়ার জন্য	৫৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭৪	পোঁড়া বাত নিরাময়ের জন্য	৫৪
৭৫	শরীরের জোড়া বা গিরা হঠাৎ ধরলে তার প্রতিকারের জন্য	৫৫
৭৬	কুমারী মহিলার বিবাহ হওয়ার জন্য	৫৫
৭৭	মহিলাদের বন্ধাত্ব দূর করার জন্য	৫৬
৭৮	অসম্পূর্ণ সন্তান (কাঁচাগায়) প্রসব রোধের জন্য	৫৭
৭৯	জন্মের পর সন্তান জীবিত থাকার জন্য	৫৭
৮০	জন্মের পর সন্তান জীবিত থাকার জন্য	৫৮
৮১	গরু-ছাগল হারানো গেলে তা উদ্ধারের জন্য	৫৮
৮২	নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য	৫৯
৮৩	স্থায়ী জ্বর নিরাময়ের জন্য	৫৯
৮৪	শিশুদের সর্দি নিরাময়ের জন্য	৬০
৮৫	গরু- ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর চোখে পর্দা পড়লে তা নিরাময়ের জন্য	৬০
৮৬	দাদ রোগ নিরাময়ের জন্য	৬০
৮৭	মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জখমের জন্য	৬১
৮৮	খুজলী পাঁচড়ার তদবীর	৬১
৮৯	কাশীর তদবীর	৬১
৯০	আমেশার তদবীর	৬১
৯১	পোকার ঘাও বা জখমের তদবীর	৬২
৯২	উঁকুন ও আটালীর উপদ্রব হইতে রক্ষার তদবীর	৬২
৯৩	পুরুষাঙ্গ মোটা ও লম্বা হওয়ার তদবীর	৬২
৯৪	কলিজার ব্যথার তদবীর	৬২
৯৫	রস বাতিকের বেদনার জন্য	৬২
৯৬	রস বাতিকের বেদনার জন্য	৬৩
৯৭	রস বাতিকের বেদনার জন্য	৬৩
৯৮	মশার ঔষধ	৬৩
৯৯	সন্তান খালাশ হওযার তদবীর	৬৩
১০০	কাঁটা বা হাড় গলায় বিঁধিলে তাহার তদবীর	৬৩

بِسْمِلَةً وَحَمْدَلَةً وَتَصْلِلَةً

(ক) ১ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ

১। জ্বিন-ভূতের অনিষ্টতা থেকে হেফাজতের জন্য।

২। বাড়ি-ঘরকে চোর থেকে হেফাজতের জন্য।

৩। বাড়ি-ঘরকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য।

নিয়মাবলী ঃ ১ বার সূরায়ে ফাতেহা, কুরআনে কারীমের ৩৩ আয়াত ও ৪ কুল কাগজে লিখে তাবীজ বানিয়ে ব্যক্তির সাথে বা বাড়ি-ঘরে রাখলে আল্লাহর ফজলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

সূরায়ে ফাতেহা, ৩৩ আয়াত ও ৪ কুল নিম্নে দেযা হল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ - اٰمِيْن - الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۔
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ
تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ
خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۔

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا۔ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا۔ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا۔ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ۔ اِنَّا
زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ۔ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِدٍ۔ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ۔ لَا اِكْرَاهَ فِى
الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَى النُّوْرِ۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ
النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۔
لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ
اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ ـ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ـ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَّاَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ـ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ـ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ـ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

খ. গ্রাম ও বাড়ি বন্ধ করার জন্য

নিয়মাবলী ঃ প্রথম তাবীজের উল্লেখিত নিয়মাবলী (১ বার সূরায়ে ফাতেহা, ৩৩ আয়াত ও ৪ কুল) এর সাথে আসহাবে কাহাফের নামসমূহ ও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কতিপয় নাম এবং তার সাথে দুটো নকসা তাবীজ আকারে লিখে

তাবীজের আকার ও নকসা এই ঃ

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَ ـ كَشْفُوْطَ اَذَرْ فَطْيُوْنَسْ ـ كَشَافَطْيُوْنَسْ ـ تَبْيُوْنَسْ ـ يُوَانَسْ ـ بُوْسَ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْر وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اَهْيًا اَشْرَاهِيًا ـ اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ يَا حَنَّانُ اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ يَا مَنَّانُ ـ اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ يَا دَيَّانُ اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ يَا سُبْحَانُ ـ اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ مِنْ فِتْنَةِ الزَّمَانِ

وَجَفَاءِ الْاِخْوَانِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَظُلْمِ السُّلْطَانِ بِفَضْلِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ -

حسبنا	الله	ونعم	الوكيل
الوكيل	حسبنا	الله	ونعم
ونعم	الوكيل	حسبنا	الله
الله	ونعم	الوكيل	حسبنا

৭৮৬

٤	٣	٨
٩	٥	١
٢	٧	٦

اَمَانٌ مِّنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَشِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

২য় তাবীজ

উপকারিতা ঃ শরীর বন্ধ ও হেফাজতের জন্য

নিয়ম ঃ নিচের কালাম ও নকসাটি তাবীজ আকারে লিখে শরীরের সাথে রাখলে শরীর হেফাজত থাকবে।

তাবিজটি এই ঃ—

৭৮৬

٤	٣	٨
٩	٥	١
٢	٧	٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا - وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - اَللّٰهُ شَافِىْ اَللّٰهُ كَافِىْ اَللّٰهُ مُعَافِىْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَمَانٌ مِّنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَشِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ -

৩য় তাবীজ

উপকারিতা ঃ বদনজর বা কুদৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

তাবীজটি এই ঃ—

حسبنا	الله	ونعم	الوكيل
الوكيل	حسبنا	الله	ونعم
ونعم	الوكيل	حسبنا	الله
الله	ونعم	الوكيل	حسبنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ -

নিয়ম ঃ তাবীজখানা পুরুষ ডান হাত ও মহিলাগণ বামহাতে দিবে।

৪র্থ তাবীজ

উপকারিতা ঃ মাথা ব্যথা উপশমের জন্য

তাবিজটি নিম্নরূপ ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا - اَللّٰهُ شَافِىْ اَللّٰهُ كَافِىْ -

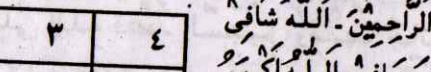

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ

নিয়ম ঃ তাবীজখানা সুতা দিয়ে মাথায় বেঁধে দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ ফলপ্রসু হবে।

৫ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ অবাধ্য পশুকে বশে আনার জন্য–

তা'বীজখানা এই ঃ

৭৮৬

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ۔

নিয়ম ঃ আয়াতটি লিখে অবাধ্য পশুর গলে ঝুলায়ে দিবে অথবা আয়াতখানা ৩বার পড়ে জানোয়ারটির কানে দম বা ফুঁক দিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে ইহা মনিবের বাধ্য হয়ে যাবে।

৬ষ্ঠ তাবীজ

উপকারিতা ঃ স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার জন্য।

তাবীজখানা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا بِحَقِّ يَا قَابِضُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِحْتِلَامِ مِنْ سُوْءِ الْاِحْلَامِ وَاَنْ يَّتَلَاعَبَ بِىَ الشَّيْطَانُ فِى الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ بِحُرْمَةِ يَا عُمَرُ يَا عَلِىُّ۔

নিয়ম ঃ তাবীজখানা হাতে বা গলায় দিবে।

৭ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ শিশুদের বিছানায় পেসাব বন্ধের জন্য।

৭৮৬

اُسْكُنْ كَمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَلَى الْمَاءِ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ۔

তাবিজখানা এই ঃ

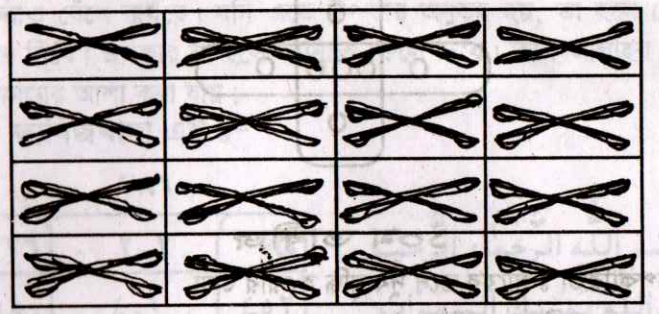

নিয়ম ঃ উক্ত তাবীজটি শিশুর হাতে বা গলায় বেঁধে দিবে।

৮ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পোঁড়া ও পোঁড়া বাত নিরাময়ের জন্য

তাবিজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ اَللّٰهُ شَافِىْ اَللّٰهُ كَافِىْ اَللّٰهُ مَعَافِىْ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ۔

নিয়ম ঃ আয়াতটি পড়ে রোগের স্থানে ফুঁক দিবে।

৯ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ দেওভূতের আছর বা প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

নিয়ম ঃ তাবীজখানা রবিবারদিন লিখবে। রোগীর বাম হাতে বেঁধে দিবে।

তাবিজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءُ اَللّٰهُ شَافِىْ اَللّٰهُ كَافِىْ اَللّٰهُ مَعَافِىْ۔

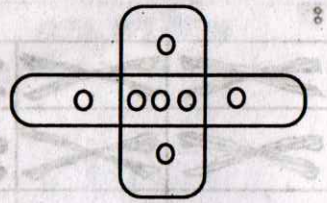

১০ম তাবীজ

উপকারিতা ঃ মায়ের স্তনে দুধ বৃদ্ধি হওয়ার জন্য

নিয়ম ঃ তাবীজখানা লিখে গলায় ঝুলায়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ফল হবে।

তাবিজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ بِحَقِّ يَا بَا سِطَ الرِّزْقِ ـ

৭৮৬

৮	১৯	১৪	১
৭	৪	১৭৫	১৪
১৪	৭	১২	১৩
১০	للمس	৯	১৬

১১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ হায়েজ-নেফাসের রক্ত অতিমাত্রায় বের হতে থাকলে তা বন্ধের জন্য।

নিয়ম ঃ তাবিজখানা লিখে উল্লেখিত মহিলার বামরানের মধ্যে একদিন একরাত বেঁধে রাখবে। যদি এতে উপকার অনুভব হয়, তা হলে কোমরে বেঁধে দিবে। উপকার না হলে পানিতে ফেলে দিবে। তবে আল্লাহ্‌র ফজলে নিরাময়ের আশা করা যায়।

তাবিজখানা এই ঃ–

৭৮৬

২২৬	২০২	৭৯
১৫০	৪০১	৪৫২
৫২৭		৩৭৬
	يَا قَابِضُ	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا بِحَقِّ

يَا قَابِضُ يَا قَابِضُ يَا قَابِضُ

১২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ স্থায়ী জ্বর উপশম হওয়ার জন্য তদবির

নিয়ম ঃ যে জ্বর (একদিন বা দুইদিন পরপর) বারবার আসে তা নিরাময়ের জন্য রসুনের তিনটি খোসায় তিনটি এছেম লিখে তিনটি তাবীজ বানাবে। তিনবারে এ তাবীজগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রথম তাবীজটি পুরুষের ডান হাতে, মহিলার বাম হাতে বাঁধবে। জ্বর ভাল হয়ে গেলে তাবীজটি পানিতে ফেলে দিবে।

দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর না এলে অপর দুইটি তাবীজ পানিতে ফেলে দিবে। অবশ্যই প্রথম তাবীজ ব্যবহারের পর জ্বর ভাল না হলে ধারাবহিকভাবে অপর দুইটি ব্যবহার করবে।

প্রথমবারের তাবীজ ঃ— ار ـــــ ـــــ م

দ্বিতীয় বারের তাবীজ ঃ— ســـ ـــــ م

তৃতীয় বারের তাবীজ ঃ— سرا ـــــ يم

১৩ তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ রাতকানা (যে রাতে চোখে দেখে না) রোগের নিরাময়ের জন্য। নিম্নোক্ত আয়াত ও নকশাটি কাগজে লিখিয়া ডান হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

তাবিজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ـ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ يَانُوْرُ يَا بَصِيْرُ يَانُوْرُ النُّوْرِ ـ

৭৮৬

طه	دادم	ران ما	وبا ١٢	راده	حاضردار	دو
هفت	ه ن	من بداں	ه ن	ارمالو	ولوما	ع ع ع
رسول الله	محمد	الله	الا	اله	لا	بحق
فرض الله اكبر	وبحق فرقان	وبحق زبور	انجيل	وبحق	توريت	وبحق

১৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ মৃগী রোগ ভাল হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ মৃগী রোগীর গলায় তাবীজখানা বেঁধে দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

তাবিজখানা এই ঃ–

৭৮৬

১১	১১	৮
৮	১১	৮
১১	১১	৯

১৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ চোর চেনার তদবীর।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত অক্ষরসমূহ কাগজে লিখে শিয়রের বালিশের নিচে রেখে শুয়ে থাকলে ইন্‌শাআল্লাহ চোরকে স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যাবে।

অক্ষরগুলো এই ঃ–

ھ ح ھ ٦ ھ ع ـ ـ ع

১৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও চোর চেনার তদবীর।

নিয়ম ঃ নকসা আকারের তাবীজখানা হাতে বাঁধবে। হাতটি মাথার নিচে রেখে শুয়ে যাবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ রাতে স্বপ্নে চোরের পরিচয় লাভ হবে।

তাবিজের নকসা এই ঃ–

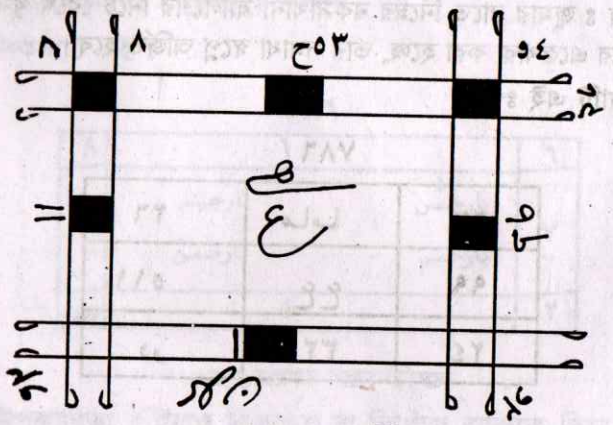

১৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ঘরকে চুরি থেকে হেফাজতের জন্য।

নিয়ম ঃ চারটি মুরগীর ডিমের উপর নিম্নের নকসাটি লিখে ঘরের চার কোণে মাটির নিচে গেড়ে রাখবে। আল্লাহ্‌র ফজলে সেই ঘরে চোর প্রবেশ করা সম্ভব হবে না।

নকসাটি এই ঃ–

৭৮৬

২	১	ع	١
هـ	২	১৩	২
৩	৫	১	২
১	১	هـ	٤

১৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ এস্তেখারা করার জন্য।

নিয়ম ঃ জুমার রাতে নিম্নের নকসাখানা বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে, যে ব্যাপারে এস্তেখারা করা হচ্ছে, তার সমাধা স্বপ্নে অর্জিত হবে।

নকসাটি এই ঃ–

৭৮৬

২৩	ماما	২৬
৯৯	ع٤	৫১১
২٤	৩২	دو

১৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ বিজয় লাভের তদবীর।

নিয়ম ঃ নিচে নকসাটি তাবীজ আকারে হাতে বেঁধে রাখলে আল্লাহ্‌র ফজলে বিজয় লাভ হবে।

নকসাটি এই ঃ–

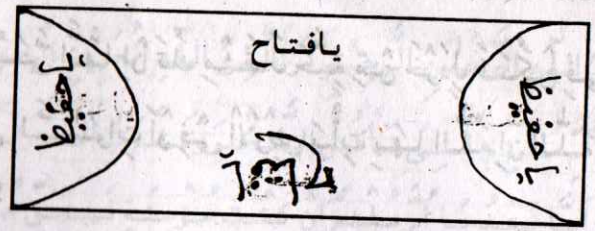

২০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ নিরুদ্দেশ বা পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসার তদবীর।

নিয়ম ঃ নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ও তার মায়ের নামসহ নিম্নের নকসাটি তাবীজরূপে লিখে কোন স্থানে মাটির নিচে পুঁতে রাখলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সে ব্যক্তি আপনজনদের কাছে ফিরে আসবে।

নকসাটি এই ঃ–

৭৮৬

৮	১	৬
৩	يارحيم يارحمن / يارحمن يارحيم	৭
ع٤	৫	২

২১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ يا حفيظ শব্দটি ১১৯ বার ও নিম্নের আয়াতে কারীমাটি ১১৯ বার পড়বে এবং আয়াতটি কাগজে লিখে পাথর চাপা দিয়ে রাখবে। ইনশাআল্লাহ্‌ নিখোঁজ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যাবে।

আয়াতটি এই ঃ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

২২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ বিরানা, অনাবাদী ঘরে বরকতের জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নের নকসাটি দ্বারা নয়টি তাবীজ বানায়ে নয়দিন নয়টি তাবীজ ঘরটিতে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র ফজলে সেই ঘরে বরকত ও প্রাচুর্য্য বেড়ে যাবে।

নকসা এই ঃ–

৭৮৬

هو	هو	هو	هو
هو	هو	هو	هو
هو	هو	هو	هو
هو	هو	هو	هو

২৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পুরাতন জ্বর নিরাময়ের জন্য

নিয়ম ঃ নিম্নের আয়াতগুলো লিখিয়া তাবীজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

তাবিজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بَرَاْةٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمِّ مُلْدِمِ الَّتِىْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَا اُمَّ مُلْدِمٍ اِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كُنْتَ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتَ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِيْحِ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ لَا اَكَلْتِ لِفُلَانٍ فُلَانَةٍ لَحْمًا وَلَا شَرِبْتِ لَهُ دَمًا وَلَا هَشَمْتِ لَهُ عِظَامًا وَتَحَوَّلِىْ عَنْهُ اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰه تَعَالٰى بَرِئٌ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ আদালতে মুকাদ্দমায় হাকিম বা বিচারকের সুদৃষ্টির লাভের জন্য।

নিয়ম ঃ নকসাটি তাবীজ আকারে বিচারপ্রার্থীর সাথে রাখবে। ইনশাআল্লাহ আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

নকসাটি এই ঃ-

৭৮৬

غليم	غليم	غليم	غايم
غليم	غليم	غليم	غليم
غليم	غليم	غليم	غليم
غليم	غليم	غليم	غليم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَاوَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ يَا رَءُوْفُ يَارَحِيْمُ يَا عَزِيْزُ ٣ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ.

২৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ চোখের জ্যোতি বাড়ানোর জন্য।

নিয়ম ঃ নিচে প্রদত্ত আয়াতখানা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর একবার পড়ে চোখে ফুঁক দিবে অথবা তাবীজ বানায়ে গলায় ঝুলায়ে দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ এতে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হবে।

আয়াতখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ يَا قَوِيُّ يَامَتِيْنُ بَانُوْرُ يَابَصِيْرُ يَانُوْرُ النُّوْرِ.

২৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ যাদু টোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ থালাবাসন বা গাছের পাতায় নিচের আয়াতসমূহ লিখে পানি বা গোলাপজল দ্বারা ধৌত করে যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করাবে অথবা গোছল করাবে। অথবা আয়াতসমূহ তাবীজ বানিয়ে গলায় বা হাতে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদুমুক্ত হয়ে যাবে।

আয়াতসমূহ এই ঃ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ. فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (سورة يونس)

وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى (سورة طه).

২৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ জ্বিন-ভূতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নের আয়াতখানা তিনবার পাড় জ্বিনে আক্রান্ত রোগীর কানে তিনবার জোরে ফুঁক দিবে। এতে আছর দূর হবে।

আয়াতখানা এই ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ.

২৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ বড় ধরনের বালা মছিবত থেকে মুক্তির জন্য।

নিয়ম ঃ তাবিজখানা লিখে হাতে বা গলায় লাগাবে। ইনশাআল্লাহ ফল হবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعْهِدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ وَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ اِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لَا اَتَّكِلُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

২৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পেটের অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ সূরায়ে ফাতেহাসহ আয়াতে শা'ফাগুলো বাসন বা পাতায় লিখে পানি বা গোলাপজল দিয়ে ধৌত করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সকালবেলা রোগীকে সেবন করাবে। আল্লাহ্‌র রহমতে পেটের রোগ আরোগ্য লাভ করবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (توبة) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ (يونس) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (نحل) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (بنى اسرائيل) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (شعراء) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ (حم السجدة)

৩০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ যেনা ও ব্যাভিচার থেকে নিবৃত রাখার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের আয়াতখানা যেনাকারী পুরুষ ও যেনাকারিনী মহিলার পরিধানকৃত জামার উপর লিখে তা তেলাওয়াত করবে এবং তাবীজ বানিয়ে অপরিচিত কবরের উপর পুঁতে দিবে। আল্লাহ্‌র ফজলে এতে উভয়ের মন থেকে যেনা ও ব্যভিচারের ঝোঁক নষ্ট হয়ে যাবে।

আয়াতখানা এই ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ـ

আয়াতের পর এ দোয়াখানা পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِمْحِ الزِّنَا وَالزَّيْغَ مِنْ قَلْبِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَةٍ اَوْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةٍ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا تَشَاءُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

তাবীজটি কবরের উপর গেড়ে দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে

كَمَا مَاتَ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ يَمُوْتُ الزِّنَا وَحُبُّهُ مِنْ قَلْبِ فُلَانَةٍ اَوْ فُلَانٍ ـ

জ্ঞাতব্য ঃ فلانة بنت فلانة এর স্থলে জেনাকারীনী মহিলার নাম তার মায়ের নাম। যেমন- سلمة بنت حسينة উল্লেখ করতে হবে আর فلان بن فلانة এর স্থলে জেনাকারী পুরুষ ও তার মায়ের নাম উল্লে করতে হবে। যেমন- زيد بن جميلة

৩১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কঠিন বালা মছিবত থেকে মুক্তির জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নের আয়াতগুলো কঠিন মছিবতের সময় তেলাওয়াত কর মছিবত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

আয়াতগুলো এই ঃ

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (انبياء)

رَبِّ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ (قمر) رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ رُ الْوَارِثِيْنَ (انبياء)

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ (نمل) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ـ (انعام) ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ (انبياء) وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ (مؤمن)

৩২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ শত্রুর যাদু টোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের নকসাটি চোত্তা পাতার উপর শত্রু ও তার মায়ের নামসহ লিখে খাটের নিচে মাটিতে পুঁতে দিবে। ইনশাআল্লাহ যাদু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

নকসাটি এই ঃ

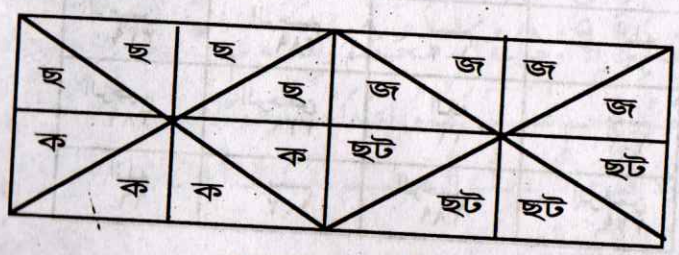

৩৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ দোকানে ক্রয়-বিক্রয় বেশি হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ দোকানের গদির নিচে তাবীজটি গেড়ে দিবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে বেচাকেনা বেড়ে যাবে।

তাবীজখানা এই ঃ

	ياحنان			دوست
	يامنان			خريد

اَلْغَفَّارُ الْوَهَّابُ الْقَهَّارُ الْفَتَّاحُ الْقُدُّوْسُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔
اَلشَّهِيْدُ الْحَمِيْدُ الْمَلِكُ السَّلَامُ الْعَظِيْمُ الْكَرِيْمُ الْاَكْرَمُ۔

৩৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ সৃষ্টিকুলের মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের নকসাখানা পুরুষ ডান হাতে ও নারী বাম হাতে তাবীজ আকারে বেঁধে রাখলে সৃষ্টিকুলের সকল প্রাণী আল্লাহ্‌র ফজলে তার প্রতি বাধ্য হয়ে যাবে।

তাবীজখানা এই ঃ

৭৮৬

الرحيم ২৮৯	الرحمن ৩২৯	الله ৬৬	بسم ১০২
الله ৬৬	بسم ১০২	الرحيم ২৮৯	الرحمن ৩২৯
بسم ১০২	الله ৬৬	الرحمن ৩২৯	الرحيم ২৮৯
الرحمن ৩২৯	الرحيم ২৮৯	بسم ১০২	الله ৬৬

عزمت عليكم يا معشر الجن والا نس والشياطين والارواح ان
تجعلو حامل كتابى هذا فى عين ـ عين كبيرا مجلا محترما ـ

৩৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ জ্বিন-ভূতের আছর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের তাবীজখানা জ্বিনের আছর প্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে অথ বালিশের নিচে রেখে দিবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সে জ্বিন থেকে নিষ্কৃ পাবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مِنْ طُرُقِ الدَّارِ مِنَ الْعَمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اَلَا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مولعًا ـ وَفَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْ رَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا لَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَاتَمْكُرُوْنَ ـ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عِبْدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَزْعَمُ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُقْلَبُوْنَ حم لَاتُنْصَرُوْنَ حم عسق تَفَرَّقُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

৩৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ হযরত খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভের জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত দোয়াটি জুমার রাত্রে এক হাজার বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ এতে খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ হবে। যদি এক জুমআর রাত্রে এ আমলে সাক্ষাৎ লাভ না হয় তবে তিন জুমআর রাত্রে অনুরূপ আমল করবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ وَلِيُّوْنَ وَلِيُّوْنَ اَرْبَعُوْنَ

৩৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ফেরেশতাদেরকে অনুগত করার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের দোয়াটি প্রত্যেকদিন দু'শত বার পাঠ করবে। এতে আল্লাহ্‌র ফজলে ফেরেশতা অনুগত হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই ঃ اَللّٰهُمَّ يَا قَدِيْمُ

৩৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ জ্বিন, মানুষ, দেও পরী অনুগত হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ রবিবার ফজর নামাযের পর দু'হাজার বার নিম্নের দোয়াটি পড়লে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মানব-দানব তার অনুগত থাকবে।

দোয়াটি এই ঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

৩৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ গায়েবী সম্পদ সম্পর্কে জানার জন্য।

নিয়ম ঃ বৃহস্পতিবার রাত্রে নিচের দোয়াটি এক হাজার বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ্‌ সে নিজেই গায়েবী সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবে।

অথবা কোন বুজুর্গ ব্যক্তি তাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেবেন।

দোয়াটি এই ঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

৪০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ গায়েবী সম্পদ পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ উল্লেখিত দোয়াটি ও নিচের নকসাটি লিখে তাবীজ বানিয়ে মোরগের গলায় বেঁধে মোরগটি ছেড়ে দেবে। যেখানে মোরগটি আওয়াজ দেবে সেখানেই গায়েবী সম্পদ রয়েছে।

তাবীজখানা এই ঃ

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	ء	١٥

৪১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ রিজিক বৃদ্ধির জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের এছেমগুলো সোয়া লক্ষবার পড়লে রিজিক বেড়ে যায়।

এছেমগুলো ঃ يَارَزَّاقُ يَارَزَّاقُ اَللّٰهُ اَكْوُلُ كِلًّا اَمِيْلُ مِلًّا -

দ্বিতীয় এছেম ঃ اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اَنْتَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ -

জ্ঞাতব্য ঃ সোয়া লক্ষবার পড়ার নিয়মটি এককালীন। তবে প্রতিদিন ৪০ বার উল্লেখিত এছেমগুলো পড়লেও উক্ত কার্য্যসাধিত হবে।

৪২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ দিকভ্রম (দিকহারা) ব্যক্তির সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য।

নিয়ম ঃ দিকভ্রম ব্যক্তিকে চক্ষু বন্ধ করায়ে নিচের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে তার দুই কানে ২ বার ফুঁক দিবে। এবং তাকে বাম দিক থেকে কয়েকবার ঘুরায়ে নির্দিষ্ট একদিকে দাঁড় করায়ে দিকসম্পর্কে প্রশ্ন করবে। যতক্ষণ বাস্তব দিক ঠিক না হয় ততক্ষণ এ নিয়মে আমল করিবে। এতে ইনশাআল্লাহ সে সঠিক দিকের সন্ধান পাবে। (এই তদবীরটি এলহাম দ্বারা প্রাপ্ত। (লেখক)

আয়াতগুলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

নিচের আয়াতখানা পড়াও এতে ফলদায়ক ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ـ

৪৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ রাসূলে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার তদবীর।

নিয়ম ঃ এশার নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিম্নলিখিত দরুদ শরীফখানা রাসূল (সঃ) এর জেয়ারতের ইচ্ছায় এক হাজার বার পড়ে ঘুমিয়ে যাবে। প্রথম রাত খাবে সাক্ষাত না পেলে তিনরাত পর্যন্ত এভাবে আমল করবে। ইনশাআল্লাহ্ স্বপ্নে নবীজীর সাক্ষাত মিলবে।

দরুদখানা এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْبَرٰى وَالْوَرٰى وَالثَّرٰى وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ـ

৪৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ দূর্ভিক্ষ ও অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ অভাবের সময় নিচের তিনটি দোয়া এশার নামাজের পর ১১বার করে পাঠ করলে আল্লাহ্র রহমতে দূর্ভিক্ষ ও অভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১ম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ يَاوَلِيَّ الْوَبَاءِ وَيَاسَامِعَ الدُّعَاءِ يَاكَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلَاءِ + اِصْرِفْ عَنِّيْ الْقَحْطَ وَالْبَلَاءَ وَالشِّدَّةَ وَالْجَلَاءَ وَالْمَرَضَ وَالْمَوْتَ الْفَجَاءَ بِحَقِّ جَمِيْعِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰى سَيِّدِ الْاَوْلِيَاءِ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ الشُّهَدَاءِ وَجِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَامَمَاتُ يامرگ مفاجات يَا عَزِيْزُ برودر كو هسار ازبحر بحق يَاغَفَّارُ ٣ ـ وَبِحَقِّ يَا بَدُّوْحُ ٣ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لِيْ خَمْسَةٌ يُطْفِيْ بِهَا حَرُّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ + الْمُصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ خداوندا بحق شاه دين معروف كرخى * نگهدارى افتهائے چرخى ـ

২য় দোয়া ঃ

اَلْاَمَانُ الْاَمَانُ يَاحَنَّانُ الْاَمَانُ الْاَمَانَ يَا مَنَّانُ الْاَمَانُ الْاَمَانَ يَادَيَّانُ الْاَمَانُ الْاَمَانَ يَاسُبْحَانُ الْاَمَانُ الْاَمَانُ مِنْ فِتْنَةِ الزَّمَانِ وَجَفَاءِ الْاِخْوَانِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَظُلْمِ السُّلْطَانِ بِفَضْلِكَ يَا رَحِيْمُ يَارَحْمَانُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

৩য় দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّانِ عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدُ السُّلْطَانِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَانٍ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ هُجُوْمِ الْوَبَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ اَللّٰهُمَّ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَمَانٌ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَشِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ـ

৪৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পাগলা কুকুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ তাফসীরে হোসাইনীতে আছে, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত আয়াতখানা তাবীজ বানায়ে সাথে রাখবে, তাকে কখনও কুকুর কামড় দিবে না।

আয়াতখানা এই ঃ

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ اِهْيًا اَشْرَاهِيًا ـ

৪৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কুকুরের উপদ্রব, আক্রমণ ও কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের আয়াতখানা পড়ে মাটি বা ধুলার উপর ফুঁক দিয়ে কুকুরের প্রতি নিক্ষেপ করলে বা লিখে তাবীজ আকারে সাথে রাখলে, কুকুর বোবা হয়ে যাবে। আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না।

আয়াতখানা এই ঃ

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

৪৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য।

নিয়ম ঃ স্ত্রী সহবাসে অক্ষম ব্যক্তি ح বর্ণমালাটি বাসনে এক হাজার বার লিখে পানি বা গোলাপজল দ্বারা ধৌত করে এক সপ্তাহ যাবত সেবন করবে। ইন্‌শাআল্লাহ উপকৃত হবে।

৪৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ প্লীহা রোগের নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত নকসাটি কাগজে লিখে একটি গরম চামচের উপর রাখবে। কাগজটি গরম হলে উহা দ্বারা উল্লেখিত রোগীর কলিজার উপর তাপ দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ কিছুদিন এরূপ আমল কররে রোগ নিরাময় হবে।

তাবীজখানা এই ঃ

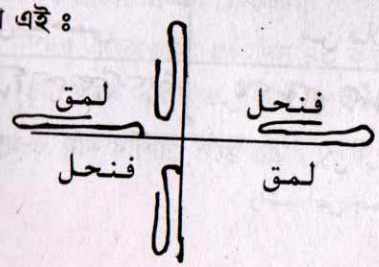

৪৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কলিজা ব্যথা ও হৃদকম্প আরোগ্যর জন্য।

নিয়ম ঃ তাবিজটি রুগীর গলায় লম্বা সূতা দিয়ে বেঁধে কলিজা বরাবর ঝুলিয়ে রাখবে। ইন্‌শাআল্লাহ ১ সপ্তাহের ভেতর উক্ত রোগ নিরাময় হবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يقرشن ٢ طلطميش ٢ هيطيط
٢ اُنْسُلْ اَيُّهَا الطَّحَّالُ مِنْ جَنْبِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةٍ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ
وَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبِحُرْمَةِ الرَّحْمٰنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى وَاسْكُنْ
كَمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَلَى الْمَاءِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ
النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

বিঃ দ্রঃ فلان ابن فلان এর স্থলে রোগীর নাম ও মায়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। যেমন– راشد ابن جميلة

৫০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও হৃদকম্প ও পুরাতন জ্বর নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত নকসাটি এক টুকরা কাপড়ে অংকন করে তাতে একটি মুরগীর ডিম ভেঙ্গে লেপ্টিয়ে দেবে। অতঃপর উহা কুসুম গরম করে ডিমটি রুগীকে খাইয়ে দেবে। এবং কাপড়টিকে তাবীজ বানিয়ে রোগীর হাতে বেঁধে দেবে।

তাবীজখানা এই ঃ

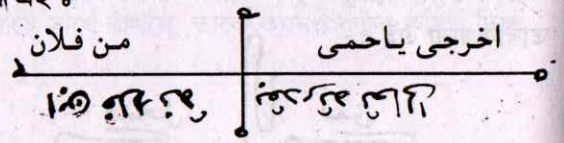

বিঃ দ্রঃ فلان ابن فلان এর স্থলে রোগীর নাম ও মায়ের নাম উল্লেখ করবে। যেমন– راشد ابن جميلة

৫১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কলিজা ব্যথা ও পুরাতন জ্বর নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ এক টুকরা কাপড়ের উপর সাদা অথবা কালো মোরগ জবাই করে তার রক্ত দিয়ে নিম্নের তাবীজটি লিখবে। এবং মুরগীর ১টি ডিম ঐ কাপড়ের উপর লেপ্টিয়ে কুসুম গরম ডিমটি রোগীকে খাইয়ে দেবে। এবং কাপড়টি তাবিজ বানিয়ে রোগীর হাতে বেঁধে দেবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ এতে আরোগ্য লাভ হবে।

তাবীজখানা এই ঃ

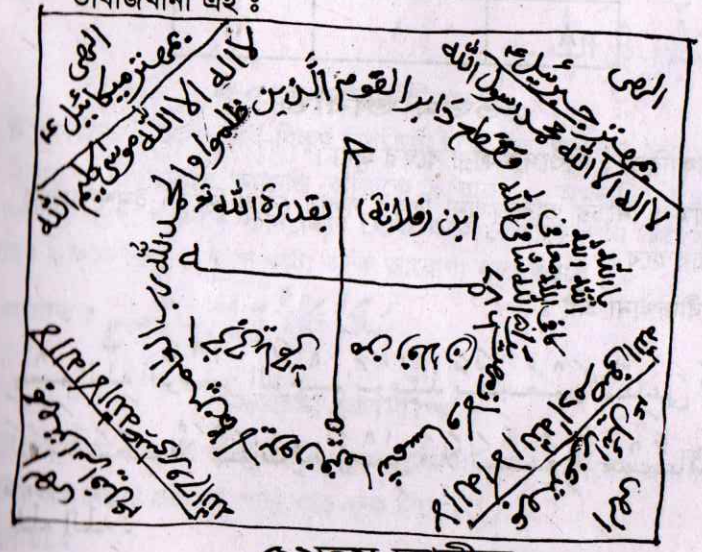

৫২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ জটিল মামলা মোকাদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নের এছেমগুলো প্রতিদিন ৪০ বার পাঠ করবে এবং নিচের নকসাটি ৪০ বার লিখে প্রবাহিত পানির স্রোতে এক একটি করে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে নিক্ষেপ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ মামলা থেকে অব্যাহতি পাবে।

এছেমগুলো এই ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَمَانُ اللّٰهِ ظِلُّ اللّٰهِ هٰذَا اِسْمُ ذُوْ الْفِقَارِ ـ

নকসা ঃ

৭৮৬

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

৫৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ শিশুদের কান্না বন্ধের জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের তাবীজখানা শিশুর গলায় বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ কান্না রোধ হবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَاعِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ ـ

৫৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পেটের ব্যথা, নাভীর ব্যথা ও সাপ-বিচ্ছুর বিষক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য।

নিয়ম ঃ উল্লেখিত রোগ ও বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে সূরায়ে ফাতেহা ও নিচের বাক্যগুলো পাঠ করবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আরোগ্য লাভ করবে।

বাক্যগুলো ঃ

يَامَنْ يُّنَادِىْ الْفَجْرَ فَانْشَقَ وَبَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ اَكْفِنِىْ نَشْرَ الْخَلْقِ اَنْ يُّوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ابرد يَاسَمُّ وَاخْشَ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ جِبْرَائِيْلُ عَلٰى رَأْسِهَا وَمِيْكَائِيْلُ عَلٰى وَسَطِهَا وَاِسْرَافِيْلُ عَلٰى ذِيْلِهَا وَعَزْرَائِيْلُ عَلٰى سَمِّهَا اُخْرُجْ يَاسَمُّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

৫৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও সাপ-বিচ্ছুর বিষক্রিয়া হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে ৯ বার س অক্ষরটি নিম্নের আয়াতখানা কাগজে লিখে পানি দিয়ে ধৌত করে রোগীকে পান করাবে। আল্লাহ্‌র ফজলে বিচ্ছু ও সাপে কাটা ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে।

আয়াত ঃ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

৫৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও সাপ ও বিচ্ছু দংশনকারী ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নের দোয়াটি পড়ে ঝাড়-ফুঁক দিবে।

দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

নিম্নের মন্ত্রপড়েও ঝাড় ফুঁক করবে ঃ

মন্ত্র ঃ ইজলা কাজলা বিষ আল্লাহ্‌র দোহাই বিষলাম বিষলাম শণ্ডম [illegible] লেলাম।

৫৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য।

নিয়ম ঃ নিঃসন্তান ব্যক্তি নিচের দোয়া-কালাম ও নকসাটিকে তাবীজ বানায়ে হাতে বা কোমরে বাঁদবে অথবা গাছে লটকায়ে রাখবে। ইনশাআল্লাহ্ সে ব্যক্তির সন্তান জন্ম হবে।

দোয়া ও নকসা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ على على على على على على على ـ

له له له له له له له له له له له له

هو هو هو هو هو هو اَللّٰهُ رَبِّىْ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً

طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ وَاِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ

لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيْمُ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ـ

٧٨٦

ص	سو	سو	عو
دا	دا	دا	دا
و	دا	دا	دا
٧	٧	٧	٧

৫৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ চুরিকৃত মাল ফিরে পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ চুরিকৃতমাল ফিরে পাওয়ার জন্য- حكا حكا دكا دكا শব্দাবলী ৪০ বার ৪০টি কাঁঠাল পাতায় লিখে পানির স্রোতে নিক্ষেপ করবে এবং আইটা কলার থোঁড় এর তিনিটি বাকল উঠায়ে ياحاميل তিনবার লিখে আগুন দ্বারা জ্বালায়ে দিলে, আল্লাহ্ চাহেত চোর পাগলের ন্যায় অস্থির হয়ে ধরা দিবে।

৫৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও চোরাইকৃত মাল ফিরে পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের আয়াতগুলো চার কোণ বিশিষ্ট এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে লিখবে। কাপড়ের মাঝখানে চোরাইকৃত মালের নাম লিপিবদ্ধ করবে। তারপর কাপড়খানা বিছায়ে তার মধ্যখানে একটি লোহার পেরেক বসাবে। পেরির স্থানে কাপড়টি এক সপ্তাহ পর্যন্ত পুঁতে রাখবে। তারপর কাপড়খানা উঠায়ে এক ঘন্টা যাবত গরম পানি রেখে ফুটাবে এবং পেরেকটি যত্নে রেখে দিবে।

যদি কাপড়টি গাড়া অবস্থায় চোরাই মাল পাওয়া যায় তা হলে কাপড়খা উঠায়ে পানিতে ফুটানো ছাড়াই হেফাজত করবে। অন্য সময় কাজে লাগাতে পারে।

তাবীজটির আকার ঃ

فلان شئ -এর স্থলে চোরাইকৃত জিনিসের নাম লিখবে।

৬০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ঘরবাড়ি চুরি না হওয়ার তদবীর।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত এছেমটি প্রতিরাত ৭০ বার পড়ে শুয়ে যাবে। তবে এই এছেমটি পাঠ করার আগে পরে ৭০ বার দরুদশরীফ ও এস্তেগফার পড়বে। এতে ঘরবাড়ি চোর থেকে রক্ষা পাবে।

এছেমটি ঃ قرة العين عين الحين

৬১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ নানা বিপদ আপদ থেকে ঘরবাড়ি হেফাজতের জন্য।

নিয়ম ঃ এশার নামাজের পর প্রতিরাত নিয়মিতভাবে নিমের আমলগুলো করবে। এতে ইনশাআল্লাহ ঘরবাড়ি হেফাজত থাকবে।

প্রথমে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তঃ ১০ বার এই দরুদ শরীফখানা পাঠ করবে صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ । তারপর এই দোয়াটি–

اللهم انى اسئك باسمك الا على الاجل الاكبر امان ذلك الدار وبيوتنا مع البضاعة من الحرق والغرق واسرق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله والسلامة من جميع الافات والعاهات بمعجزات خاتم النبين محمد صلى الله عليه وسلم وحرمة كليمك موسى عليه السلام وبركات خليلك ابراهيم عليه السلام ـ

তারপর সুরায়ে এখলাছ, সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাছ প্রত্যেকটি তিনবার করে তেলাওয়াত করে নিম্নের দরুদ শরীফের দ্বারা মোনাজাত করবে।

দরুদশরীফটি ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

৬২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ অধিক স্বপ্ন দেখা থেকে মুক্তির জন্য।

নিয়ম ঃ শনিবার রাত্রে পুরাতন সাতটি কবর থেকে মাটি নিয়ে নিচের আয়াতে কারীমাটি সাতবার পাঠ করে উক্ত মাটিতে ফুঁক দিয়ে উল্লেখিত ব্যক্তির মুখের উপর ছিটায়ে দিবে।এতে আশারুরূপ ফল পাওয়া যায়।

আয়াতটি ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ

৬৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ মৃগী রোগ ভাল হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ কোন ঔষধে যখন এই রোগের নিরাময় হয় নাই। তখন নিচের দোয়াখানা লিখে উক্ত কাগজ দ্বারা শৈল্‌তা বানিয়ে তাতে আগুন দিবে। আগুনের ধুয়া রোগীর নাকে দিলে হাঁচির সাথে দুইটি কীট বাহির হয়ে আসবে। ইনশাআল্লাহ এতে আরোগ্য লাভ হবে।

দোয়াটি এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يا مستتبعان يا غفور يا غفور يابدوح يا بدوح يابدوح يابدوح يابدوح يابدوح يابدوح يابدوح العجائب الخير الهى الهنا برحمتك يا ارحم الراحمين ـ

৬৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ গর্ভ খালাশ হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিম্নলিখিত তাবীজখানা গর্ভবতী মহিলার বাম রানে বেঁধে দেবে। সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তাবীজখানা খুলে হেফাজতে রাখবে। অথবা পানিতে ফেলে দিবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اِهْيَا اَشْرَاهِيَا ـ

৬৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও গর্ভ খালাশের জন্য

নিয়ম ঃ গর্ভবতীর গলায় অথবা কোমরে তাবীজখানা বেঁধে দিবে। সন্তান খালাশের পর সাথে সাথেই তা খুলে ফেলবে।

তাবীজ খানা এই ঃ

والشكوك والبكوك لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ اخرج ايها الولد من بطن ضيق ورحم ضيق بقدرة الله تعالى ـ

৬৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহা গর্ভ খালাশের তদবীর।

নিয়ম ঃ যখন সন্তান প্রসবে বিলম্ব হবে তখন তাবীজখানা গর্ভবতীর গলায় লটকিয়ে দেবে। অতঃপর যখন প্রসব ব্যথা বেড়ে যাবে তখন গলায় লটকিয়ে দেবে। অতঃপর যখন প্রসব ব্যাথ্যা বেড়ে যাবে তখন গলা থেকে খুলে বাম রাণে বেঁধে দেবে। সন্তান প্রসবরে পর সত্তর তাবীজ খুলে নেবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الهى بحرمة يمليخا مكسلمينا كشفو طط اذر فطيونس كشافط يونس تبيونس يوالس بوس وكلبهم قطمير وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اهيا اشراهيا والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت مراجائے شد جامے خرشد مرا توخواخى بذايا توخواسى مرا ـ اخرج ايها الولد من بطن ضيق ورحم ضيق بقدرة الله تعالى يا الله ـ الله ـ الله ـ

৬৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ অতি সত্তর সন্তান প্রসবের জন্য।

নিয়ম ঃ নিচে প্রদত্ত কবিতাটি কাগজে লিখে তাবীজ বানিয়ে গর্ভবতীর গলায় দেবে। ইনশাআল্লাহ্ বিনাকষ্টে গর্ভ খালাশ হবে।

কবিতাটি লেখার নিয়ম ঃ

৬৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কুমারী মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের আয়াতখানা লিখে কুমারীগণ সাথে রাখবে সত্বর বিয়ে হয়ে যাবে।

আয়াতখানা এই ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ -

৬৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ গৃহপালিত প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য।

নিয়ম ঃ সুপারী, আদা এবং লবণ এ ৩টি বস্তুর উপর সূরায়ে মুজ্জাম্মিল ৭ বার তিলাওয়াত করে ফুঁক দেবে। আর সুপারীটি প্রাণীর গলায় বেঁধে দেবে। লবণ ও আদাকে ভাগ করে ৩ দিন কলাপাতার সাথে মিশায়ে খাওয়াবে। এ আমলের শুরু ও শেষে এস্তেগফার, দুরূদ শরীফ এবং দু'রাকাআত নফল নামাজ পড়ে নেওয়া উত্তম।

৭০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কোন প্রয়োজন কালে সফলতা অর্জনের জন্য।

নিয়ম ঃ কোন মামলা-মোকদ্দমা বা অন্য উদ্দেশ্য সফলতার জন্য انا انزلنا সূরাটি ৪১ বার পড়বে–

انا انزلنا এই সূরা–

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

এরপর নিচের দোয়াটিও ৪১ বার পড়ে দোয়া ও মুনাজাত করবে। ইনশাআল্লাহ এতে সে উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমে দু'কাআত নফল নামাজ পড়ে আরম্ভ করা এবং بِسْمِ اللّٰهِ ও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ দ্বারা আরম্ভ করা এবং আগে পিছে দরুদ শরীফ ও استغفار মিলানো আবশ্যক।

দোয়াটি এই ঃ

اللهم يامن يكتفى عن خلقه جميعا ولا يكتفى عنه احد من خلقه جميعا يا احد يامن لا احد له انقطع الرجاء الا منك وخابت الا مال الا فيك يا غياث المستغيثين اغثنى -

اغثنى -শব্দটি প্রতিবারে ৭বার পড়িতে হইবে।

৭১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পাগল বা উন্মাদ আরোগ্য লাভের জন্য।

নিয়ম ঃ দু'রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে পাগল ব্যক্তিকে সামনে বসাবে। অতঃপর সূরায়ে ফাতেহা ৭ বার سرزة انا انزلنا ৭ বার چهل كاف ৭ বার এবং درود تاج ৭ বার পড়ে উল্লেখিত ব্যক্তির মাথায় ও কানে ফুঁক দিবে। ১ সপ্তাহ যাবৎ এরূপ আমল করলে আল্লাহ্‌র ফজলে পাগল ভাল হয়ে যাবে।

چهل ঃ চেহেল কাফ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ - وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمَيْنِ كَانَ مِنْ كُلُوْكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشْكَشَكَةً كَلُكْلُكِ لَكِكِ مَابِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَاكَوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفُلْكِ -

دورد تاج ঃ দরুদে তাজ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبُ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعُ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ اِسْمُهُ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِىْ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ - جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَامِ شَمْسُ الضُّحٰى بَدْرُ الدُّجٰى صَدْرُ الْعُلٰى نُوْرُ الْهُدٰى كَهْفُ الْوَرٰى مِصْبَاحُ الظُّلَمِ جَمِيْلُ الشِّيَمِ شَفِيْعُ الْاُمَمِ صَاحِبُ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاللّٰهُ عَاصِمُهُ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهُ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهُ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسُ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ رَاحَةُ

الْعَاشِقِيْنَ مُرَادُ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسُ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجُ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحُ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبُّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ نَبِىُّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتُنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِبُ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبُ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدُّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

সূরায়ে ফাতিহা ও সূরা اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৭২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ পাগল বা উন্মাদ ভাল করার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের নকসাটি পাগল ব্যক্তির গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ্ নিরাময় লাভ করবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين

ر	لا	د	د	د	ء	د	ر
س	ر	ر	عما	ء	ع	١٠	اه
حح	ه	ى	ى	ى	دا	ماا	ه
ع	ع	و	ح	ى	ه	و	ه

৭৩তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ চাকুরি পাওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ তাবীজখানা হাতে বেঁধে রাখবে।

তাবীজখানা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِحُرْمَةِ يَا رَزَّاقُ يَا رَزَّاقُ بِاَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ۔

دسر	دسر	دسر	دسر
دسر	دسر	دسر	دسر
دسر	دسر	دسر	دسر
دسر	دسر	دسر	دسر

৭৪তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ফোঁড়া বাত নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ সামান্য পরিমাণ কেঁচোর মাটি নিয়ে নিম্নের দেরয়াটি ৩ বার পড়ে তাতে ফুঁক ও থু থু দেবে। অতঃপর তা ফোঁড়ার উপর মালিশ করে দেবে। এভাবে কিছুদিন আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ ফোড়াটি মুছে যাবে অথবা পেকে যাবে।

দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بسم الله ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا ۔

৭৫তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ শরীরের জোড়া বা গিরা হঠাৎ ধরলে তার প্রতিকারের জন্য।

নিয়ম ঃ একজন ব্যক্তি রোগীর ব্যথা জনিত স্থানটি উভয় হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরবে এবং তদ্বিরকারী ব্যক্তি পৃথক স্থানে বসে একটি ছুরি বা কাটার মাথা দিয়ে এক নিঃশ্বাসে হুরুফে হিযাঈ বা আরবী বর্ণমালাগুলো শুরু থেকে যতটুকু সম্ভব লিখবে। তারপর নিচের আয়াতগুলো পড়ে উক্ত হুরুফে হিজাঈগুলোকে একটি সরল রেখা দিয়ে কেটে দেবে। প্রথমে রেখাটি ডান দিক থেকে পরে বাম দিক থেকে অতঃপর ডান দিক থেকে টানবে। অতঃপর উক্ত অক্ষরগুলোর উপর লম্বা একটি রেখা টেনে তদ্বীরকারী উচ্চস্বরে "ছাড়" বলবে। এবং স্থানটি ধারণকারী ব্যক্তি ও উচ্চস্তরে "ছাড়" বলে পৃথক হয়ে যাবে। আর আক্রান্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ডানে-বামে শরীরকে নাড়াচড়া করবে। তারপরও যদি ব্যাথা অবশিষ্ট থাকে ২য়বার, ৩য় বার অনুরূপ আমল করবে। তাতেও না সারলে কয়েকদিন অনুরূপ আমল করবে।

আয়াতগুলো এই ঃ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

৭৬তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ কুমারী মহিলার বিবাহ হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ নিচের আয়াতটি কাগজে লিখে তাবীদ বানিয়ে কুমারীর চুলের সিঁতি কাটার স্থানে লুকিয়ে রাখবে। যেন সিঁতি কাটার সময় তাবীজখানা তার হাত স্পর্শ করে।

নকসাটি এই ঃ

৭৭তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ মহিলাদের বন্ধাত্ব দূর করার জন্য।

নিয়ম ঃ ফুল বিশিষ্ট ৪০টি লং লয়ে প্রতিটি লং এর উপর নিম্নের আয়াতটি ৭ বার করে পাঠ করে বন্ধা মহিলাকে পবিত্র অবস্থায় পানের সাথে খাওয়ায়ে দেবে। হায়েজ বা স্রাব অবস্থায় খাওয়ানো বন্ধ রাখবে। পুনরায় পবিত্রাবস্থায় উক্ত নিয়মে খাওয়াবে। দু'রাকাত নফল নামাজ এবং দুরুদ ও এস্তেগফার পড়ে উক্ত আমল শুরু করবে।

আয়াতটিএই ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ـ

৭৮তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ অসম্পূর্ণ সন্তান (কাঁচাগায়) প্রসব রোধের জন্য।

নিয়ম ঃ গর্ভধারণের চারমাসের ভিতর মহিলাটির মাপের সমপরিমাণ লম্বা হলুদ রংয়ের সুতা লয়ে নিচের আয়াত ও সূরায়ে কাফিরুন পূর্ণসূরা ৯ বার তেলাওয়াত করে সুতাটিতে ৯টি গিরা দিবে। তারপর সুতাটি উক্ত মহিলার গলায় বা কোমরে বাধবে। ইনশাআল্লাহ আশানুরূপ ফল পাবে।

আয়াতখানা এই ঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ـ

সূরায়ে কাফিরূন এই কিতাবের প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৯তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ জন্মের পর সন্তান জীবিত থাকার জন্য।

নিয়ম ঃ যে মহিলার সন্তান জন্মের পর জীবিত থাকে না, তারজন্য নিয়ম এই যে, গর্ভধারণের চার মাসের ভিতর যে কোন সোমবার দুপুরের পর سُوْرَةُ الشَّمْس কে ৪০ বার তেলাওয়াত করে কিছু গোলমরিচ ও কালো জিরায় ফুঁক দিবে।তখন হতে সন্তানের দুধ পানের সময়কাল পর্যন্ত উক্ত মরিচ ও জিরা পানের সাথে মিশায়ে মহিলাটিকে খাওয়াবে। দুই রাকাত নফল নামাজ, দরূদশরীফ ও এস্তেগফার পড়ে আমলটি শুরু করবে, ইনশাআল্লাহ সন্তান জীবিত থাকবে।

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ـ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ـ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ـ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ـ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ـ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ـ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
زَكّٰهَا ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ۔ اِذِ انْۢبَعَثَ
اَشْقٰهَا ۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۔ فَكَذَّبُوْهُ
فَعَقَرُوْهَا ۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۔ وَلَا يَخَافُ
عُقْبٰهَا ۔

৮০তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ ইহাও জন্মের পর সন্তান জীবিত থাকার জন্য।

নিয়ম ঃ যে সন্তান জন্মের পর মারা যায় তার জীবিত থাকার জন্য এই তদবীরখানা ফলদায়ক। চল্লিশ তাও (লহব) লাল সুতা ৪০ তাও কালোসুতা উল্লেখিত মহিলার দীর্ঘতার সমপরিমাণ নিয়ে লাল সুতার উপর ২১বার সূরায়ে ইয়াছিন এবং কালো সুতার উপর ৪১ বার সূরায়ে মুজ্জাম্মিল তেলাওয়াত করে গিরা লাগাবে। তারপর গর্ভধারণের তিন মাসের ভিতর সুতাগুলো মহিলার গলায় বেঁধে দিবে। নতুন সন্তান প্রসবের সাথে সাথে মহিলার গলা থেকে খুলে সন্তানের গলায় পড়িয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ এই আমলের দ্বারা সন্তান জীবিত থাকবে।

৮১তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ গরু-ছাগল হারানো গেলে, তা উদ্ধারের জন্য।

নিয়ম ঃ তিনটি জবাফুলের উপর নিচের আয়াতখানা তিনবার তেলাওয়াত করে ফুঁক দিবে। অতঃপর যে ঘরে পশুটি থাকতো সেখানে একটি ফুল রেখে দিবে। দ্বিতীয় ফুলটি একটি ময়দানে ফেলে দিবে। তৃতীয়টি সাথে রেখে মনের ধারণা অনুযায়ী পশুটিকে তালাশ করবে। আল্লাহ্‌র ফজলে হারানো পশুর সন্ধান মিলবে।

আয়াতটিএই ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۔ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۔ قُلْ لَّوْ كَانَ
الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۔

৮২তম তাবীজ

উপকারিতা ঃ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য।

নিয়ম ঃ সূরায়ে কাহাফের ان الذين থেকে احدا পর্যন্ত খাঁটি নিয়তে একবার তেলাওয়াত করে ঘুমিয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ এতে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাবে।

আয়াত ঃ ৮১তম তাবীজ দ্রষ্টব্য।

৮৩তম তাবীজ

স্থায়ী জ্বর নিবারণের জন্য–

যাহাদের ২ দিন অথবা ৩ দিন পর পর জ্বর হয় শনিবার অথবা মঙ্গলবার জ্বরের তারিখ হয় সূর্য উঠার পর রোগীকে সূর্যের দিকে দাঁড় করাইয়া তাহার ছায়া মাথা হইতে পাও পর্যন্ত জুতা দ্বারা পিটাইবে এই প্রকারে ৩ বার করিবে। সম্ভব হইলে ৩ দিন করিবে, এই মন্ত্র পড়িতে হইবে।

মন্ত্র ঃ অং মং শং শং লাম লাম গাতির জ্বর তেয়াইক্যা লাম দোহাই আল্লাহ।

৮৪তম তাবীজ

শিশুদের সর্দির জন্য–

তিন পাতা বিশিষ্ট ৩টি বাঁশের ডাটা লাইয়া যেখানে ঘরের চালের পানি পড়ে, আক্রান্ত শিশুটিকে কোলে লাইয়া এক ব্যক্তি বসে যাবে। ঝাড়-ফুককারী ব্যক্তি একটি ছুরী লাইয়া শিশুটি যদি ছেলে হয় তাহলে কপালের ডান পাশে পাতা রাখিয়া পাও পর্যন্ত ৩ বার ইশারা করিয়া কাটিবে। তারপর ঐ পাতা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এ শিশুর বুক ও পেট মাসেহ করিবে। নিম্নের মন্ত্র পড়িয়া ঝাড় ফুঁক করিবে। মন্ত্রটিকে তিন বার পড়িবে।

মন্ত্র ঃ খাদ্দারি খাদ্দারি কোথায় গেছিলা + সাতানী পর্বতে গেছিলাম, কিসের লাগি গেছিলা লোহার লাগি গেছিলাম লোহা কি করিতা ছুরী গড়াইতাম ছুরি কি করিতা ডাবা কাটিতাম কিসের ডাবা ভূতের ডাবা মাছের ডাবা লঔর ডাবা ফুলের ডাবা খৈর ডাবা লাড়ুর ডাবা খোদা হইল গুরু আদম হইল শিষ ফলানার ডাবা কাটি করিলাম নির্ব্বিষ। দোহাই আল্লাহর। এই মন্ত্র পড়িয়া ফুঁক দিবে।

ফলানা শব্দের স্থলে নাম লইবে।

৮৫তম তাবীজ

উপকারীতা ঃ গরু-ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর চোখে পর্দা পড়িলে তাহা নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ সাদা জবা ফুলের মূল পাথর অথবা পাথর জাতীয় অন্য কোন জিনিসের উপর ঘষিয়া উহার নির্বাস চড়ুই পাখির পালক দ্বারা চোখের মধ্যে লাগাইবে। আল্লাহর ফজলে মুক্তি পাইবে।

৮৬তম তাবীজ

উপকারীতা ঃ দাদ রোগ নিরাময়ের জন্য।

নিয়ম ঃ কালো সিন্দুর, গন্ধক এবং মাটিয়া তৈল একত্রে পিশিয়া মলম তৈরী করিয়া দাদকে চুলকায়ে ধৌত করে তিনদিন মালিশ করিবে। আল্লাহর ফজলে দাদ রোগ নিরাময় হইবে।

৮৭তম তাবীজ

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জখমের জন্য

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জখমের মধ্যে নিম পাতা, হুক্কার পানি ও কার পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করিয়া নিম্নের ঔষধ লাগাইবে।

ঔষধ ঃ (১) কুট (২) নারিচা অথবা নাচ্যার দানা (৩) আদা (৪) সিন্দুর মাটি (৫) পুটকা বেগুনের বোটা (৬) হোক্কার কাদা খোদার নামে শিন্নি দিতে হইবে। পরে নারিকেলের তৈল ও গন্দ্রক মালিশ করিবে।

৮৮তম তাবীজ

খুজলী পাঁচড়ার তদবীর

নিম্নের জিনিসগুলো একত্র করিয়া মলম তৈরি করিয়া মালিশ করিবে।

(১) শেতদার মোছ ১. পরিমাণ ওজন। (২) তুতিয়া ১. (৩) মনছাল ১. (৪) ডগরা ১. (৫) শিন্দ্রুপ ১. (৬) পায়রা ১. (৭) নালুয়া ১. (৮) লোদ ১. (৯) সাদা ১ গোট (১০) গুড় আবশ্যক মত।

৮৯তম তাবীজ

কাশির তদবীর

নিম্নের তিনটি জিনিস একত্র করিয়া ব্যবহার করিবে। (১) ভাল মধু ১ তোলা (২) মিশ্রি ১ তোলা (৩) কবাব চিনি ১ তোলা।

৯০তম তাবীজ

আমেশার তদবীর

নিম্নের জিনিসগুলি একত্র করিয়া গরম পানি দ্বারা গুলি তৈরি করিয়া চিকন জিরার চূনা ও পানি মিশ্রিত করিয়া খাইবে। (১) আফিং ১ তোলা (২) গাঞ্জা ১ তোলা (২) কুট ১১. আধা তোলা (৪) চিকন জিরা ১১. আধা তোলা (৫) লোদ ১১. আধা তোলা (৬) অত মোড় ১১. আধা তোলা (৭) শুন্টি আদা ১১. আধা তোলা– এই সাত পদ একত্রে গরম পানি দ্বারা পিশিয়া গুলি তৈয়ার করিয়া চিকনজিরার চুর্ণ ও পানি মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

৯১তম তাবীজ

পোকার ঘাও বা জখমের তদবীর

হরিতাল ও চুনা একত্র করিয়া মলম বানাইয়া ক্ষতের মধ্যে লাগাইবে।

৯২তম তাবীজ

উঁকুন ও আটালি হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য

ছোটার পানি দ্বারা গোছল করিলে উঁকুন ও আটালি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

৯৩তম তাবীজ

পুরুষাঙ্গ মোটা ও লম্বা হওয়ার ঔষধ

পুরানা মাটিয়া তৈল ১ পোয়া কড়াইয়ার মধ্যে গরম করিয়া ১৫/২০টা কেঁচো শুকাইয়া উক্ত তৈলের মধ্যে জোস দিয়া কেঁচোগুলিকে নিচুরিয়া ফেলিবে পরে এক তোলা পরিমাণ পুরুষাঙ্গে মন্থন করিবে।

৯৪তম তাবীজ

কলিজার ব্যথার তদবীর

মরহুম জনাব মাওঃ কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর নিকট হইতে মাশায়েখদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁচেছে। (১) কাল মরিচ অথবা গোলমরিচ (২) আকন পাতা (৩) কাল লবণ প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পিশিয়া গুলি তৈরি করিয়া খাওয়ার পূর্বে ২/১টা করিয়া খাইবে। ইনশাআল্লাহ্মুক্তি পাইবে।

৯৫তম তাবীজ

রস বাতিকের বেদনার জন্য

যাহা শরীরের হাঁটু ও জোড়ায় হয় এবং চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়ে।

(১) কুছিলা (২) আকর করা কাওরী দেবদারু প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পিশিয়া মর্চা পাকির শিকড়ের বাকলের সঙ্গে ভালমত পিশিয়া মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া বেদনার উপর কয়েকবার প্রলেফ দিবে।

৯৬তম তাবীজ

ইহাও রস বাতিকের জন্য

শুন্টি আদার চূর্ণ গুড়ি পানের সঙ্গে খাওয়া এবং মন্থন করিলে উপকার হয়।

৯৭তম তাবীজ

ইহাও রস বাতিকের জন্য

চালতার খাট্টা রীতিমত পাক করিয়া ভাতের সঙ্গে খাওয়া মহৌষধ।

৯৮তম তাবীজ

মশার ঔষধ

(১) কালাজিরা (২) ধুপ জ্বালাইয়া ধূঁয়া দিলে মশা চলিয়া যায়।

৯৯তম তাবীজ

সন্তান খালাস হওয়ার জন্য

সাপের ছোলা বুকে কিংবা মাথায় বাঁধিলে কিংবা জ্বালাইয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে শীঘ্রই খালাস হইবে।

১০০তম তাবীজ

কাঁটা বা হাড় গলায় বিধিলে

নিচের আয়াত ৩ বার পড়িয়া হলকুম মাছেহ করিবে।

فلو لا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ۔

আল্লাহর ফজলে কাঁটা বা হাড় সরে যাবে।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة على النبى الامى الامين واله واصحابه اجمعين ۔ حرره الفقير الراجى عبد اللطيف الميرسرائى رحمه الله عن الدواهى ۔